বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মাননীয় স্পীকার,

আপনার সদয় অনুমতিক্রমে আমি এই মহান সংসদের বিবেচনার জন্য ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের সম্পূরক বাজেট এবং ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের বাজেট পেশ করছি। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বিগত আড়াই বছরে সমষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারসহ অর্থনৈতিক এবং মানব সম্পদ উন্নয়নে যে সাফল্য অর্জন করেছে তা সর্বজনবিদিত। আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফলে যদি দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী উপকৃত না হয়, তাহলে সে প্রবৃদ্ধি হবে অর্থহীন। তাই বিএনপি সরকার শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মহান নেতৃত্বে যে উন্নয়নের রূপরেখা প্রবর্তন করেছিল, তার মূল উদ্দেশ্য ছিল বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দিয়ে দারিদ্র বিমোচন করা।

মাননীয় স্পীকার,

২। আমাদের দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা প্রবর্তনের প্রাক্কালে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী হিসাবে তেইশ বছর আগে ১৯৮০-৮১ সালের আমার প্রথম বাজেট বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম, ‘‘এই পরিকল্পনাটি শুধুমাত্র প্রচলিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সাধনের নকশা নয়, এই পরিকল্পনা আমাদের বঞ্চিত দেশের, আমাদের নিঃস্ব জনগণের ভাগ্য ও ভূমিকার আমূল পরিবর্তনের পথে প্রথম পদক্ষেপ। . . . আমাদের দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা গ্রামের জনগণকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার দিকে টেনে আনার বদলে উন্নয়ন প্রক্রিয়াটিকে নিয়ে যেতে চাই জনগণের কাছে।’’

মাননীয় স্পীকার,

৩। ১৯৮০-৮১ সালেই আমরা উপলব্ধি করেছিলাম শুধুমাত্র কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র নিরসন সম্ভব হবে না। দারিদ্রের প্রকৃতি আরও ব্যাপক। কর্মসংস্থানের সুযোগসহ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দ্বারপ্রান্তে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা যথেষ্ট পরিমাণে পৌঁছাতে পারলেই সামগ্রিকভাবে দারিদ্র নিরসন সম্ভব। তাই ১৯৮০-৮১ সালের বাজেট বক্তৃতায় আমি আরও বলেছিলাম, ‘‘গ্রামের জনসাধারণকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া এবং তাদের কর্মদক্ষতা বাড়ানোর জন্য সব রকমের ব্যবস্থা করা আমাদের পরিকল্পনার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। . . . জনস্বাস্থ্যের নিরন্তর উন্নতি না ঘটলে একদিকে জনগণ যেমন উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় কার্যকর অংশগ্রহণ করতে পারেন না, অন্যদিকে তেমনি উন্নয়নের সুফল উপভোগ করার ক্ষমতাও তাঁদের থাকে না, অর্থনৈতিক উন্নয়ন তাঁদের জন্য অর্থহীন হয়ে পড়ে।’’ নারীসমাজকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে আমার ১৯৯১-৯২ সালের বাজেট বক্তৃতায় আমি উল্লেখ করেছিলাম, ‘‘সমাজের অর্ধেক জনশক্তি অবহেলিত ও উন্নয়নের সুফল হতে বঞ্চিত হলে সে সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত হতে বাধ্য। তাই উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূল ধারার সাথে নারীসমাজকে ক্রমান্বয়ে অধিকতর সম্পৃক্ত করতে হবে।’’

জনাব স্পীকার,

৪। পল্লী উন্নয়ন ও সার্বিকভাবে দারিদ্র নিরসনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের যে দর্শন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সূচনা করেছিলেন, সেই দর্শনকে সামনে রেখেই প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বলিষ্ঠ ও গতিশীল নেতৃত্বে বিএনপি সরকারের অর্থনৈতিক কর্মসূচী প্রণীত এবং বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। এই মূল দর্শন থেকে আমরা কখনও বিচ্যুত হইনি, বরং এই দর্শনকে বাস্তবে রূপ দেয়ার উদ্দেশ্যে আমাদের কৌশলকে আমরা যুগোপযোগী করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। মাননীয় সংসদ সদস্যগণ লক্ষ্য করবেন যে, দু’দশকেরও বেশী সময় পূর্বে বিএনপি সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতি ও কর্মসূচী সম্প্রতি ২০০২ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগে বিশ্বের দারিদ্র নিরসনের লক্ষ্যে ঘোষিত Millennium Development Goal -এর সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ।

মাননীয় স্পীকার,

৫। এ বছরের বাজেট নিয়ে দশমবার এই মহান সংসদে বাজেট পেশ করার বিরল সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এ দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগোন্নয়নকে মূল লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত করে দশবার বাজেট প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করতে পেরে আমি পরম করুণাময় আল্লাহতালার কাছে শুকরিয়া জানাই। আমাকে এই বিরল সুযোগ প্রদানের জন্য আমি পরম শ্রদ্ধা জানাই স্বাধীনতার মহান ঘোষক এবং দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্নদ্রষ্টা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রতি এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভবিষ্যতে বিএনপি সরকার কর্তৃক যে বাজেট প্রণয়ন করা হবে তাতেও প্রতিফলিত হবে এ দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্খার প্রতিচ্ছবি এবং তা অর্জনের রূপরেখা।

মাননীয় স্পীকার,

৬। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি খাতে মানব-দারিদ্র (Human Poverty) নিরসন সহায়ক কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ যে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে তা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছে। সম্প্রতি UNDP কর্তৃক প্রকাশিত Human Development Report, 2003 এ প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ নিম্নমান Human Development Index ভুক্ত দেশসমূহ থেকে মধ্যমানের Human Development Index ভুক্ত দেশসমূহে উন্নীত হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে বৈষম্য দূর করার Millennium Development Goal আমরা ইতোমধ্যেই অর্জন করেছি। প্রায় ৯৭ শতাংশ শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান আমরা নিশ্চিত করেছি। প্রাথমিক শিক্ষার এ হার উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ। শিশুমৃত্যু, মাতৃমৃত্যু এবং অপুষ্টির হার হ্রাস এবং খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

মাননীয় স্পীকার,

৭। আয়-দারিদ্র (Income Poverty) নিরসনের লক্ষ্যে প্রয়োজন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং তাঁদের বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকান্ডের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত করা। আয়-দারিদ্র হ্রাস করার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ বিগত দশকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। এই সময়ে আয়-দারিদ্রের হার ৫৮.৮ শতাংশ থেকে প্রায় ৪৯.৮ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং দারিদ্র নিরসনের জন্য বিএনপি সরকার বহুপূর্বে যে উন্নয়ন দর্শনের ভিত্তিতে ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রমের সূচনা করেছিল তা অব্যাহত থাকলে প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র নিরসনে আমরা আরো অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারতাম।

জনাব স্পীকার,

৮। মাননীয় সংসদ সদস্যগণ নিশ্চয়ই অবহিত আছেন যে, বিএনপি কর্তৃক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র নিরসনের জন্য উদ্ভাবিত দর্শনের ধারাবাহিকতায় এবং জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত Millennium Development Goal এর আলোকে বর্তমান অর্থ বছর থেকে আমরা তিন বছর মেয়াদী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র নিরসন এবং সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছি। তিন বছর ভিত্তিক এই আবর্তক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০১৫ সাল নাগাদ আমরা যে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করব তা হচ্ছে- ব্যাপক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অর্ধেকে হ্রাস করা, চরম দারিদ্র নির্মূল করা, সকল শিশুকে মান সম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুযোগের সমতা অব্যাহত রাখা এবং শিশুমৃত্যু, মাতৃমৃত্যু ও অপুষ্টির হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করা।

মাননীয় স্পীকার,

৯। দারিদ্র নিরসনের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য ২০১৫ সালের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বছরে গড়ে প্রায় ৭ শতাংশ অর্জন করতে হবে। কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বেসরকারি উদ্যোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে সরকারি বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। আমাদের সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই বহুমুখী কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রথম বছরে বাজেট ঘাটতি সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে এবং সমষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধার করেছে। আমরা বিশ্বাস করি, সমষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা উন্নয়ন ও দারিদ্র নিরসনের পূর্বশর্ত, তাই বাজেট ঘাটতি সহনীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ জোরদার করে এবং নমনীয় শর্তে বৈদেশিক সাহায্য সংগ্রহের মাধ্যমে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হবে। আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে ক্রমান্বয়ে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরতা হ্রাস করতে হবে। বর্তমানে আমাদের রাজস্ব/জিডিপি অনুপাত ১০.৫ শতাংশ এবং ব্যয়/জিডিপি অনুপাত ১৪.৫ শতাংশ। দারিদ্র নিরসন ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য উভয় অনুপাতই বৃদ্ধি করতে হবে। একই সঙ্গে এনজিওসহ বেসরকারি খাত যাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং দারিদ্র নিরসনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে, সে উদ্দেশ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

## উন্নয়ন ও দারিদ্র নিরসন কৌশল

জনাব স্পীকার,

১০। আমরা তিন বছর মেয়াদী যে অন্তর্বর্তীকালীন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র নিরসন এবং সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছি তা জনগণের সর্বশ্রেণীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে ব্যাপক মতবিনিময়ের মাধ্যমে প্রণীত হয়েছে। দারিদ্র নিরসনকে সকল অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য হিসাবে চিহ্নিত করে এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এই অন্তর্বর্তীকালীন পরিকল্পনাটি আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে পুনরায় মাঠ পর্যায়সহ সকল স্তরের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের সঙ্গে ব্যাপক আলোচনা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

জনাব স্পীকার,

১১। আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে বর্ণিত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন এবং Millennium Development Goal অর্জনের লক্ষ্যে আমরা কিছু সুনির্দিষ্ট নীতি ও কৌশল গ্রহণ করেছি। এ সকল নীতি ও কৌশল বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো নতুন নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এই নীতি ও কৌশলের একটি চিত্র আমি এই মহান সংসদে পেশ করতে চাই:

- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি গবেষণা, সম্প্রসারণ, উন্নত মানের বীজ উৎপাদন, সেচ, যথাযথ মানের সার সরবরাহ এবং শস্য বহুমুখীকরণ কার্যক্রমকে জোরদার করা হবে।
- কৃষি পণ্যের ন্যায্য মুল্য নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ এবং কৃষি ভর্তুকি ও কৃষি খাতে অন্যান্য আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে।
- কৃষি, মৎস্য ও পশুসম্পদ এবং গ্রামীণ নানাবিধ অ-কৃষি খাতে প্রযুক্তি এবং স্বল্প সুদে ঋণ প্রবাহ সম্প্রসারণ করা হবে।
- ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে জামানতবিহীন এবং স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান কার্যক্রম আরও জোরদার করা হবে।
- শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পকে অগ্রাধিকার প্রদান করে যুক্তিসঙ্গত সুদে পর্যাপ্ত ঋণ প্রদান নিশ্চিত করা হবে।
- প্রতিটি খাতে উদ্যোক্তা এবং যোগ্য শ্রমিক সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।
- গ্রামীণ রাস্তাঘাট, কালভার্ট, সেতু, পল্লী বিদ্যুৎ, রেল ও নৌ-পরিবহনকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হবে।
- জ্বালানী, বিদ্যুৎ, সড়ক, রেলওয়ে, নৌ-পরিবহন. টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি খাতে সরকারের বিনিয়োগ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বৃদ্ধি করা হবে এবং এই বিনিয়োগের সুষম বন্টন নিশ্চিত করা হবে।
- গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, ভিজিডি, ভিজিএফ কর্মসূচি আরও সম্প্রসারণ করা হবে।
- সমাজের সুবিধাবঞ্চিত অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দুর্দশা লাঘবের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংক্রান্ত কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণ করা হবে এবং নতুন উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
- দেশের গৃহহীন দরিদ্র নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠীর জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত গৃহায়ণ কার্যক্রমকে আরো সম্প্রসারণ করা হবে।
- সমাজের অতি দরিদ্র (Hardcore poor) জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে নতুন কার্যক্রম গৃহীত হবে।
- মানব-দারিদ্র নিরসনের লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি খাতে বাজেট বরাদ্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা হবে। এই বরাদ্দের সুফল যাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছায় তা নিশ্চিত করা হবে।
- দারিদ্র নিরসন কার্যক্রমে সরকারি উদ্যোগের পাশাপশি এনজিও এবং কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন (সিবিও)-দের প্রচেষ্টাকে আরও উৎসাহিত করা হবে।
- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে এবং শ্রমঘন শিল্পোন্নয়নে বেসরকারি উদ্যোগকে অধিকতর উৎসাহ প্রদান করা হবে।

সার্বিকভাবে সকল নীতি ও কৌশলের মূল লক্ষ্য হবে পল্লী উন্নয়ন ও ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

জনাব স্পীকার,

১২। দারিদ্র নিরসন সহায়ক অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপক অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আমরা আমাদের নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী নিজস্ব আঙ্গিকে এবং গতিতে এই সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করব। কিন্তু আমরা এমন কোন সংস্কারে বিশ্বাসী নই যে সংস্কার দরিদ্র এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ন্যায্য স্বার্থে আঘাত হানে। জাতির বৃহত্তর স্বার্থে আমাদের নিজেদের উদ্ভাবিত মডেল অনুযায়ী আমরা পর্যায়ক্রমে এমন সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করব যা দারিদ্র নিরসনে সহায়ক হয় এবং ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য হ্রাস করে।

## মধ্যমেয়াদী অর্থনৈতিক কাঠামো

জনাব স্পীকার,

১৩। দারিদ্র নিরসন সহায়ক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সরকার মধ্যমেয়াদী সমষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো চূড়ান্ত করতে যাচ্ছে। এই সমষ্টিক কাঠামোর উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে ঃ

- জিডিপির প্রবৃদ্ধি বর্তমানের ৫.৫২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে ৬ শতাংশে এবং ২০০৭-০৮ সালে ৭ শতাংশে উন্নীত হবে;
- রাজস্ব/জিডিপি অনুপাত বর্তমান ১০.৫ শতাংশ থেকে ২০০৭-০৮ সালে ১২ শতাংশে উন্নীত হবে;
- সরকারী ব্যয়/জিডিপি অনুপাত বর্তমানের ১৪.৫ শতাংশ হতে ২০০৭-০৮ সাল নাগাদ ১৬.২ শতাংশে দাঁড়াবে;
- বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৪.২ শতাংশে স্থিতিশীল থাকবে এবং মূল্যস্ফীতি গড়ে বছরে ৪.৫ শতাংশের মধ্যে সীমিত রাখা হবে।
- বাজেটে দারিদ্র নিরসনের জন্য ব্যয় প্রতি বছর গড়ে জিডিপি'র কমপক্ষে এক শতাংশ হারে বৃদ্ধি করা হবে।

জনাব স্পীকার,

১৪। এই মধ্যমেয়াদী সমষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোটি বাস্তবায়নের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী যে সকল বাধা ও ঝুঁকির সম্ভাবনা রয়েছে এবং এই ঝুঁকি মোকাবেলায় সরকারের প্রস্তুতি সম্পর্কে মাননীয় সদস্যগণের অবগতির জন্য আমি কিছুটা আলোকপাত করতে চাই:

(১) জানুয়ারী ২০০৫ থেকে MFA বিলুপ্তির ফলে তৈরী পোষাক শিল্পে কোটা থাকবে না। এর ফলে বাংলাদেশের তৈরী পোষাক শিল্পের market share অক্ষুন্ন রাখা বা আরও বৃদ্ধি করার জন্য বিশ্ব বাজারে অধিকতর প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হবে। আমাদের পোষাক শিল্পের উদ্যোক্তাগণ এই শিল্পের বিকাশে প্রশংসনীয় অবদান রেখেছেন এবং আমরা আশা করি তাঁদের অভিজ্ঞতা, মেধা, প্রজ্ঞা এবং উদ্যোগের মাধ্যমে তাঁরা অধিকতর প্রতিযোগী হয়ে বিশ্ব বাজারে এই শিল্পের সম্প্রসারণে সক্ষম হবেন। তবে স্বল্প মেয়াদে MFA বিলুপ্তির ফলে এই শিল্পের রপ্তানি এবং শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের উপর কিছুটা নেতিবাচক প্রভাব আসতে পারে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য সরকার ইতোমধ্যে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় সমন্বয় কাউন্সিল গঠন করেছে। এই কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী সরকার এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(২) রপ্তানি বৃদ্ধি, দারিদ্র নিরসন ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিন বছর মেয়াদী রপ্তানি নীতি ২০০৩-০৬ ঘোষণা করা হয়েছে। রপ্তানির বহুমুখীকরণ ও পশ্চাদ-সংযোগ শিল্প (backward linkage industries) স্থাপন আরও উৎসাহিত করা হবে। উল্লেখ্য, বিদেশে বাংলাদেশী পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার (market access) অর্জনের জন্য বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে এবং এর ফলে ইতোমধ্যে কানাডার বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ঘটেছে ১৪০ শতাংশ। বিভিন্ন সেক্টরে সরকারের নগদ রপ্তানি সহায়তা অব্যাহত থাকবে।

(৩) মধ্যমেয়াদী অর্থনৈতিক কাঠামো বাস্তবায়ন নির্ভর করবে প্রয়োজনীয় দেশীয় সম্পদ আহরণ ও বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তির উপর। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বিনিয়োগের জন্য দেশীয় সম্পদ ও বৈদেশিক সহায়তা পাওয়া না গেলে প্রাপ্ত সম্পদের ভিত্তিতে সমষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তন করতে হবে। প্রক্ষেপণ (Projection) অনুযায়ী দেশীয় সম্পদ সংগ্রহ করার পদক্ষেপসমুহ আমার বাজেট বক্তৃতার দ্বিতীয় পর্বে আমি উল্লেখ করব। বৈদেশিক সাহায্যের যথাযথ ব্যবহার প্রয়োজনীয় বৈদেশিক সহায়তা সংগ্রহে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

(৪) আমাদের চাহিদা অনেক। কিন্তু সম্পদ সীমিত। জাতীয় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সীমিত সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করা অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে যে কোন ধরণের ব্যর্থতা আমাদের দারিদ্র নিরসনের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনকে বিঘ্নিত করবে। তাই গতানুগতিক পদ্ধতিতে এবং অতীতের ধারাবাহিকতায় দারিদ্র নিরসনের মূল লক্ষ্যকে প্রাধান্য না দিয়ে অহেতুক উন্নয়ন প্রকল্প সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রবণতা আমাদেরকে পরিহার করতে হবে।

(৫) বাজেটে অনুমোদিত বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহারের জন্য প্রতিটি সেক্টরের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। লক্ষ্য অনুযায়ী বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যবহার সম্ভব না হলে এবং অতি প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রমের বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হলে প্রস্তাবিত সমষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়া যুগোপযোগী ও সহজীকরণের কাজ সরকার প্রায় চূড়ান্ত করেছে যাতে করে বরাদ্দকৃত অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। এ ছাড়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করি এই পদক্ষেপসমূহ বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহারে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে।

(৬) বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি একটি চলমান চ্যালেঞ্জ হিসাবে বিদ্যমান থাকবে। বিনিয়োগ নিবন্ধন, বিনিয়োগ পরিসংখ্যান, মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি, ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রবৃদ্ধি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সরকার দেশে একটি বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। ২০০২ অর্থ বছর থেকে বর্তমান অর্থ বছরের ১১ মাসে নিবন্ধিত স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনার পরিমাণ তৎপূর্ববর্তী পাঁচ বছরের মোট নিবন্ধনকে অতিক্রম করে ১১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। ২০০৩ পঞ্জিকাবছরে বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ ৩২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা আশা করি ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন, আর্থিক খাতের চলমান সংস্কার, বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক e-Governance কার্যক্রম প্রবর্তনের ফলে দেশে বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

(৭) অর্থনৈতিক মৌলভিত্তি যতই সুদৃঢ় হোক না কেন, অর্থনীতি বহির্ভূত (non-economic) পরিবেশ যেমন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অধিকতর উন্নয়ন, দুর্নীতি দমন এবং সর্বক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না হলে আমাদের কাঙ্খিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র নিরসন কর্মসূচি বাধাগ্রস্ত হবে। সরকার সকল অর্থনীতি বহির্ভূত বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। এই পরিবেশের অধিকতর উন্নয়নের জন্য সরকারের চলমান কর্মসূচি আরও জোরদার করা হবে। অতি সত্বর স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন কার্যক্রম শুরু করবে। টেলিযোগাযোগ ও জ্বালানী খাতে রেগুলেটরি কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর্থিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে Public Procurement Guidelines প্রণয়ন ও কার্যকর করা হয়েছে। সংঘাতময় রাজনীতি ও নিরাপত্তাহীনতা অর্থনৈতিক ও অর্থনীতি বহির্ভীত উভয় পরিবেশের উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি করে। তাই এ ক্ষেত্রে সরকারের আন্তরিক উদ্যোগের পাশাপাশি সকল রাজনৈতিক দল এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ সর্বস্তরের জনগণের আন্তরিক সহযোগিতা অপরিহার্য হবে।

## সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক ধারা

জনাব স্পীকার,

১৫। বাজেট অর্থনৈতিক নীতি বাস্তবায়নের প্রধান বাহন। তাই ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের বাজেট বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা কি সাফল্য অর্জন করেছি সে সম্পর্কে আমি আলোকপাত করতে চাই। পূর্ববর্তী বছরের ৫.৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধির পর এ বছর মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ৫.৫২ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরের মার্চ পর্যন্ত নয় মাসে রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪.৭ শতাংশ, পূর্ববর্তী বছরের একই সময়কালে বৃদ্ধি ছিল ৬.২ শতাংশ। এ সময়ে আমদানি বৃদ্ধি হয়েছে ১৫.৪ শতাংশ, পূর্ববর্তী বছরের বৃদ্ধি ছিল ৭.৪ শতাংশ। প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের ১১.৪ শতাংশ বৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে এই একই সময়কালে লেনদেন ভারসাম্যের চলতি খাতে ৩৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত দাঁড়িয়েছে। সামগ্রিক ভারসাম্যের উদ্বৃত্ত দাঁড়িয়েছে ২২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ অক্টোবর ২০০১-এ আমাদের ক্ষমতা গ্রহণের সময়ে ছিল ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এখন এই রিজার্ভ ২.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে যা তিন মাসের আমদানি দায় পরিশোধের জন্য যথেষ্ট।

১৬। বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে চলতি অর্থ বছরে বেসরকারি খাতের উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে পর্যাপ্ত ঋণ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। মার্চ ২০০৪ পর্যন্ত মেয়াদী শিল্প ঋণের বিতরণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৭৩.৯ শতাংশ, যা নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের অর্থনীতি আরও বেগবান হয়ে উঠার ইঙ্গিত বহন করে। মূলত আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানী তেল ও খাদ্যজাতীয় বিভিন্ন আমদানি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশে ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের প্রথমার্ধে মূল্যস্ফীতির কিছুটা উর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হয়। মূল্যস্ফীতি পরিমিত রাখার জন্য শুল্কহার পুনঃনির্ধারণের মত অন্যান্য ব্যবস্থার সঙ্গে সতর্ক ও সংযত মুদ্রানীতি অনুসরণ করা হয়। ফলশ্রুতিতে মূল্যস্ফীতি নিম্নগামী হয় এবং মার্চ ২০০৪ মাসে তা কমে ৫.৯ শতাংশে

দাঁড়িয়েছে।

**২০০৩-০৪ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট**

মাননীয় স্পীকার,

১৭। আমি এখন চলতি ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট সম্পর্কে আলোকপাত করতে চাই। চলতি অর্থ বছরের মূল বাজেটে রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৬১৭১ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে তা ৩৫৪০০ কোটি টাকায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। মূলত বাজেট পরবর্তী সময়ে কতিপয় পণ্যের শুল্ক হ্রাস করায় এবং কতিপয় সংস্থার নিকট থেকে বকেয়া রাজস্ব আদায় না হওয়ায় রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা হ্রাস করতে হয়েছে। চলতি অর্থ বছরের মূল বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার নির্ধারিত ছিল ২০৩০০ কোটি টাকা। কিছু সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নে ধীরগতির কারণে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার ১৯০০০ কোটি টাকায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন ব্যয়সহ ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে সর্বসাকুল্য ব্যয়ের বাজেট ছিল ৫১,৯৮০ কোটি টাকা যা চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে ৪৯৩৬৭ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। ফলে বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৪.৮ শতাংশের স্থলে ৪.২ শতাংশে দাঁড়াবে।

**২০০৪-০৫ অর্থ বছরের বাজেট**

জনাব স্পীকার,

১৮। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের বাজেটে রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪১৩০০ কোটি টাকা যা বর্তমান অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ১৬.৭ শতাংশ বেশী। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার নির্ধারণ করা হয়েছে ২২০০০ কোটি টাকা যা চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির তুলনায় প্রায় ১৬ শতাংশ বেশী। এ ছাড়া আগামী অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বহির্ভূত কর্মসংস্থান সৃষ্টিমূলক প্রকল্প ও উন্নয়ন ব্যয় বাবদ ৯৭৯ কোটি টাকা এবং রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহের জন্য ৮৬০ কোটি টাকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ফলে আগামী অর্থ বছরে উন্নয়ন সংক্রান্ত মোট ব্যয় দাঁড়াবে ২৩৮৩৯ কোটি টাকা। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের বাজেটে দারিদ্র নিরসন সহায়ক এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত খাতসমূহ যেমন কৃষি, সেচ, শ্রম ও কর্মসংস্থান, পল্লী উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী, শিশু ও যুব উন্নয়ন, পানি সম্পদ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী, ভৌত অবকাঠামো, রেল ও নৌ-পরিবহন এবং গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, যোগাযোগ প্রযুক্তি, বৈদেশিক বিনিয়োগ ও রপ্তানিমুখী বাণিজ্যের সহায়ক খাতসমূহকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

১৯। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ৫৫.৫ শতাংশ আমাদের নিজস্ব সম্পদ থেকে যোগান দেয়া হবে এবং ৪৪.৫ শতাংশ বৈদেশিক সাহায্য হিসাবে পাওয়া যাবে। অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয়সহ ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের বাজেটে সর্বসাকুল্য ব্যয় দাঁড়াবে ৫৭২৪৮ কোটি টাকা যা চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ১৬ শতাংশ বেশী। আগামী অর্থ বছরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দারিদ্র নিরসন কার্যক্রমসমূহের জন্য উন্নয়ন বাজেটের ৬২ শতাংশ এবং অনুন্নয়ন বাজেটের প্রায় ৪২ শতাংশ ব্যয়িত হবে। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে বাজেট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে জিডিপির ৪.৩ শতাংশ।

জনাব স্পীকার,

২০। আমি এখন দারিদ্র নিরসন-সহায়ক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য আমাদের সরকারের অনুসৃত নীতি ও কৌশল এবং জাতির প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০০৪-০৫ সালের বাজেটভুক্ত কতিপয় উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবনা তুলে ধরতে চাই।

**মানব সম্পদ উন্নয়ন**

**শিক্ষা**

মাননীয় স্পীকার,

২১। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে শিক্ষা খাতে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাজেট মিলিয়ে মোট ৭৬৮০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এই বরাদ্দ বর্তমান বছরের মূল বাজেট হতে ৯৪০ কোটি টাকা বেশী এবং সর্বমোট বাজেটের ১৩.৪ শতাংশ। ফলে শিক্ষা খাত বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দ পাবে। উন্নয়ন বাজেটে শিক্ষা খাতে ৫১টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মোট ৩০৭১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২২। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক স্বল্পতা দূর করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে আমরা সর্বমোট ২৮১৬৮ জন নতুন শিক্ষক নিয়োগ করেছি। এ ছাড়া নবসৃষ্ট ৪০১৭ টি পদে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে সময়মত পাঠ্য পুস্তক তুলে দেয়া নিশ্চিত করেছি। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির পরিবর্তে দেশব্যাপী প্রাথমিক উপবৃত্তি কর্মসূচি প্রবর্তনের ফলে প্রায় ৫৫ লক্ষ দরিদ্র পরিবার উপকৃত হচ্ছে।

২৩। প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণগত সম্প্রসারণের পাশাপাশি গুণগত মান অর্জনের জন্য প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ৬ বছর মেয়াদি "প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-২" বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় ৩৫ হাজার নতুন শিক্ষক নিয়োগ, ৩০ হাজার শ্রেণীকক্ষ নির্মাণসহ প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার, ৯০ হাজার শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রায় ৪০ কোটি পুস্তক সরবরাহ করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ লাভ থেকে বঞ্চিত শিশুদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে আমরা প্রায় ৪০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬ বছর মেয়াদি "রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন" শীর্ষক একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করেছি। এই প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ৬০টি উপজেলার ৬০০টি ইউনিয়নের প্রায় বিশ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা হবে এবং তাদেরকে শ্রেণীভেদে বিভিন্ন হারে শিক্ষা সহায়ক অনুদান প্রদান করা হবে।

জনাব স্পীকার,

২৪। প্রাথমিক ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা এবং মাধ্যমিক/দাখিল ও উচ্চ মাধ্যমিক/আলীম পরীক্ষায় অংশ গ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা সাম্প্রতিক কালে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বৃদ্ধি পেলেও এ সকল পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৃত্তির সংখ্যা ও মাসিক বৃত্তির পরিমাণ দীর্ঘ দিন যাবত অপরিবর্তিত রয়েছে। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে আগামী ২০০৪-০৫ অর্থ বছর হতে প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের বৃত্তির সংখ্যা ৩৫ হাজার হতে দ্বিগুণেরও বেশী বৃদ্ধি করে ৭৭ হাজারে উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। একই সঙ্গে মাসিক বৃত্তির পরিমাণও ১৫ শতাংশ বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার,

২৫। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে সমগ্র দেশে বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের ৬৭৬৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২৪১০টি মাদ্রাসা, ৮৪৮টি কলেজ ও ৪৪৮টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভৌত সুযোগ-সুবিধা তৈরী করা হচ্ছে। নারী শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে বিএনপি সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ছাত্রী উপবৃত্তি কার্যক্রমের আওতায় প্রায় ৪৫ লক্ষ ছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদান, ছাত্রীদেরকে বেতন মওকুফ সুবিধা দেয়া এবং বই কেনা ও পরীক্ষার ফি পরিশোধের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান ইত্যাদি বাবদ বাৎসরিক প্রায় ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে চারটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং চারটি বিআইটিকে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

২৬। জাতীয় শিক্ষা কমিশন ইতোমধ্যে সরকারের কাছে প্রতিবেদন পেশ করেছে। শিক্ষা খাতের সংস্কারের লক্ষ্যে সরকার কমিশনের সুপারিশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করবে।

**স্বাস্থ্য**

জনাব স্পীকার,

২৭। স্বাস্থ্য খাতে রাজস্ব ও উন্নয়ন মিলিয়ে আগামী অর্থ বছরের বাজেটে চলতি অর্থ বছরের মূল বাজেটের তুলনায় আরো ৮১০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করে ৩৭৩২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৮। আমরা ক্ষমতা গ্রহণের পর স্বাস্থ্য খাতের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন নতুন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, বিদ্যমান হাসপাতালসমূহের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি, ডাক্তার, নার্স, মেডিক্যাল টেকনোলজিষ্ট ও স্বাস্থ্য সহকারীসহ সকল পর্যায়ের শূন্য পদসমূহ পূরণ, নতুন পদ সৃষ্টি, হাসপাতালসমূহের জন্য ঔষধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামের সরবরাহ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছি। দেশে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ৬টি মেডিকেল কলেজ এবং দুইটি প্রতিষ্ঠানে পোষ্ট গ্রাজুয়েট কোর্স চালু করা হয়েছে। বেসরকারি খাতে ৭টি নতুন মেডিকেল কলেজ এবং ৮টি হেলথ ইনষ্টিটিউট স্থাপনের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে এবং জাতীয় পর্যায়ে একটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

২৯। স্বাস্থ্য সেবার সম্প্রসারণ এবং সার্বিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত ৯৪১০ কোটি টাকা ব্যয়ে তিন বছর মেয়াদি স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচির (এইচএনপিএসপি) বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। এই কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে এবং যেসকল এলাকা তুলনামূলকভাবে স্বাস্থ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত সেসকল এলাকায় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য সেবা পৌছানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৩০। Millennium Development Goal অনুযায়ী মাতৃমৃত্যুর হার ৭৫ শতাংশ হ্রাস করার লক্ষ্যে এ বছরের জুলাই মাস থেকে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে একটি নতুন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। এই কর্মসূচির আওতায় পাইলট প্রকল্প হিসেবে দেশের ২১টি উপজেলার দরিদ্র মহিলাদের মাতৃস্বাস্থ্য নিশ্চিত কল্পে ভাউচারের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালসমূহ বিনামূল্যে প্রসূতিপূর্ব এবং পরবর্তী স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করবে।

## কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন

### কৃষি

মাননীয় স্পীকার,

৩১। কৃষি উৎপাদন ব্যয় হ্রাস এবং অন্যান্য উপায়ে কৃষক সমাজকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে আমরা ইতোমধ্যে সুনির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি যা আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই। এ গুলো হচ্ছে:

- কৃষি ঋণের সুদের হার ৮% এ হ্রাস করা হয়েছে;
- ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০৩ তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ ৫০০০ টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণের সুদ মওকুফ করা হয়েছে এবং দায়েরকৃত সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে। এর ফলে ১৫ লক্ষ কৃষক প্রায় ৫০০ কোটি টাকার সুদের দায় থেকে মুক্তি পেয়েছেন এবং নতুন ঋণ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন।
- সেচ কার্যে ব্যবহৃত বিদ্যুৎসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ বিলের ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ হারে ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে;
- বর্তমান জোট সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত কৃষি পণ্য রপ্তানি সহায়তার পরিমাণ বৃদ্ধি করে ২৫ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে;
- চলতি অর্থ বছরের মে মাস পর্যন্ত ৩৫০০ কোটি টাকার কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে যা বিগত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২০ শতাংশ বেশী।

জনাব স্পীকার,

৩২। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে রাজস্ব ও উন্নয়ন মিলিয়ে ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে ১৭৭৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি যা চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ৮৬৭ কোটি টাকা বেশী। আগামী অর্থ বছরে কৃষি সম্প্রসারণ, গবেষণা, প্রশিক্ষণ, উন্নতমানের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ এবং সেচ কার্যক্রমকে জোরদার করা হবে। আগামী অর্থ বছরে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহ ছাড়াও রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত ১৬টি উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

জনাব স্পীকার,

৩৩। আমি ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে কৃষি ভর্তুকিসহ বিশেষ কৃষি সহায়তা কার্যক্রম এবং কৃষি পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য সহায়তা প্রদানের বিষয়ে আমার প্রস্তাবসমূহ পেশ করছি:

- বিগত সরকারের সর্বশেষ বাজেটে কৃষি ভর্তুকির পরিমাণ ছিল মাত্র ১০০ কোটি টাকা। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর কৃষি ভর্তুকির পরিমাণ ইতোমধ্যে তিন গুণ বৃদ্ধি করে ৩০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে কৃষি ভর্তুকি এবং বিশেষ কৃষি সহায়তা বাবদ বর্তমান বরাদ্দ ৩০০ কোটি টাকা থেকে দ্বিগুণ বৃদ্ধি করে ৬০০ কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি।
- কৃষিজাত পণ্য, শাকসব্জী ও ফলমূল রপ্তানির ক্ষেত্রে নগদ সহায়তা ২৫ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশে উন্নীত করার প্রস্তাব করছি।
- রবি শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে।
- কৃষকদেরকে মাত্র ৮ শতাংশ সুদে ঋণ প্রদানের জন্য কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক এবং রাষ্ট্রায়ত্ত অন্যান্য ব্যাংককে বাংলাদেশ ব্যাংক ৫ শতাংশ সুদে প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থায়ন করবে।

**মৎস্য ও পশু সম্পদ**

মাননীয় স্পীকার,

৩৪। মৎস্য ও পশু সম্পদ খাতে রাজস্ব ও উন্নয়ন মিলিয়ে চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ১১০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করে ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের বাজেটে মোট ৫৪৬ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। আগামী অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় পশু চিকিৎসার সরঞ্জাম ও ঔষধ ক্রয়, পশু ও হাঁস মুরগীর খাদ্য, টীকা উৎপাদন, মৎস্য ও পশু সম্পদ গবেষণা- ইত্যাদি খাতের বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ, পাহাড়ী জলাশয়ে মৎস্য চাষ, মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য আবাসস্থল পুনরুদ্ধার, ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি এবং কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ, ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য গবাদিপশু উন্নয়ন, ইউনিয়ন পর্যায়ে পশু সম্পদ সেবা সম্প্রসারণসহ মোট ৩০টি প্রকল্প আগামী অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে অর্ন্তভুক্ত রয়েছে।

**পানি সম্পদ**

জনাব স্পীকার,

৩৫। পানি খাতে সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণের লক্ষ্যে প্রণীত জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা দেশের পানি সম্পদ খাতের বিদ্যমান সমস্যাসমূহ নিরসন করে অধিকহারে খাদ্য উৎপাদন, দেশের বন্যাপ্রবণ এলাকাসমূহে ফসল রক্ষা, মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের বাজেটে রাজস্ব ও উন্নয়ন মিলিয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ১১৩২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

**পল্লী উন্নয়ন**

জনাব স্পীকার,

৩৬। স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাতে রাজস্ব ও উন্নয়ন মিলিয়ে ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের বাজেটে মোট ৪৯০২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি যা চলতি অর্থ বছরের মূল বাজেটের তুলনায় ৩৩৬ কোটি টাকা বেশী। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ৩০০০ কিলোমিটার পাকা রাস্তা, ৫৫০০ কিলোমিটার মাটির রাস্তা, ২২০টি ইউনিয়ন পরিষদ ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হবে। দেশের দারিদ্রপীড়িত চর এলাকার জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও মঙ্গাকালীন সময়ে উক্ত অঞ্চলে জনগোষ্ঠীর জীবিকায়ন নিশ্চিতকরণের জন্য দেশের ৫ (পাঁচ)টি জেলায় মোট ৪৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে চর জীবিকায়ন প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলের ৬৫ হাজার ভূমিহীন ও ছিন্নমূল পরিবারের জন্য জমি, বাসস্থান, ঋণ সুবিধা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক গৃহীত আবাসন প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ এগিয়ে চলেছে। গ্রামের বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে তাদেরকে যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং ক্ষুদ্রঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

## সামাজিক নিরাপত্তা

মাননীয় স্পীকার,

৩৭। পল্লী অঞ্চলের দারিদ্রক্লিষ্ট মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং খাদ্যাভাবসহ সার্বিক দুর্দশা লাঘবে প্রত্যক্ষ দারিদ্র নিরসনমূলক বিভিন্ন কর্মসূচির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা ক্ষমতা গ্রহণের পর বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা অসহায় মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসূচি এবং অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রমের আওতায় মাসিক ভাতার পরিমাণ এবং উপকারভোগীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ দারিদ্র নিরসনমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি আগামী অর্থ বছরে আরো সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আমার প্রস্তাবসমূহ পেশ করছি:

- **বয়স্ক ভাতা:** আগামী ১লা জুলাই থেকে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির আওতায় মাথাপিছু মাসিক ভাতার পরিমাণ আরো ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করে ১৬৫ টাকায় এবং উপকারভোগীর সংখ্যাও আরো ২ লক্ষ বৃদ্ধি করে ১২ লক্ষে উন্নীত করা। উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ বছরে এই কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ ১৫ হাজার এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ছিল মাত্র ১০০ টাকা।
- **বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা অসহায় মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসূচি:** আগামী ১লা জুলাই থেকে এই কর্মসূচির আওতায় মাসিক ভাতার পরিমাণ আরো ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করে ১৬৫ টাকায় এবং উপকারভোগীর সংখ্যাও আরো ১ লক্ষ বৃদ্ধি করে ৬ লক্ষে উন্নীত করা। আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ বছরে এই কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৮ হাজার এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ছিল মাত্র ১০০ টাকা।
- **অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রম:** আগামী ১লা জুলাই থেকে এই কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা আরো ১০ হাজার বৃদ্ধি করে ৬০ হাজারে উন্নীত করা;
- **প্রাকৃতিক দুর্যোগ জনিত ঝুঁকি মোকাবেলা তহবিল:** বর্তমান সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত এই তহবিলে ইতিপূর্বে ৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। আগামী অর্থ বছরে এই তহবিলের জন্য আরো ৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা;
- **এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন তহবিল:** এই তহবিলে ইতিপূর্বে ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। আগামী অর্থ বছরে এই তহবিলের জন্য আরো ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা;
- **বাস্তুহারাদের জন্য গৃহায়ণ তহবিল:** এই তহবিলে ইতিপূর্বে ৯৮ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। আগামী অর্থ বছরে এই তহবিলের জন্য আরো ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান;
- **ভিজিডি:** ১ লক্ষ ৬৫ হাজার মেট্রিক টন থেকে সংশোধিত বাজেটে ১ লক্ষ ৭০ হাজার মেট্রিক টন এবং আগামী অর্থ বছরের বাজেটে ২ লক্ষ মেট্রিক টনে বৃদ্ধি করা;
- **ভিজিএফ:** ১৫ হাজার মেট্রিক টন থেকে সংশোধিত বাজেটে ৯৫ হাজার মেট্রিক টন এবং আগামী অর্থ বছরের বাজেটে ১ লক্ষ মেট্রিক টনে বৃদ্ধি করা;
- **কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি:** ১ লক্ষ ৭০ হাজার মেট্রিক টন থেকে সংশোধিত বাজেটে ২ লক্ষ ২০ হাজার মেট্রিক টন এবং আগামী অর্থ বছরের বাজেটে ৩ লক্ষ ৩০ হাজার মেট্রিক টনে বৃদ্ধি করা;
- **কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি (নগদ অর্থে):** ১২২ কোটি টাকা থেকে সংশোধিত বাজেটে ১৪০ কোটি টাকা এবং আগামী অর্থ বছরের বাজেটে ১৬৮ কোটি টাকায় উন্নীত করা;

- **টেস্ট রিলিফ:** ১ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে সংশোধিত বাজেটে ১ লক্ষ ২৫ হাজার মেট্রিক টন এবং আগামী অর্থ বছরের বাজেটে ১ লক্ষ ৫০ হাজার মেট্রিক টনে বৃদ্ধি করা;
- **জি আর:** ৩৫ হাজার মেট্রিক টন থেকে সংশোধিত বাজেটে ৪০ হাজার মেট্রিক টন এবং আগামী অর্থ বছরের বাজেটে ৬৪ হাজার মেট্রিক টনে বৃদ্ধি করা;
- **তাৎক্ষণিক দুর্যোগ মোকাবেলার** জন্য খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ১০০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ প্রদান করা।

### অর্থনৈতিক ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য কর্মসূচি

জনাব স্পীকার,

৩৮। প্রত্যক্ষ দারিদ্র নিরসনমূলক এ সকল কর্মসূচি ছাড়াও আগামী অর্থ বছরে আমি শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য নিম্নোক্ত ২ টি নতুন কর্মসূচি চালু করা এবং এ বাবদ ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি:

- **স্বেচ্ছা-অবসর/কর্মচ্যুত শ্রমিক/কর্মচারীদের পুন:** প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের জন্য একটি বিশেষ তহবিল গঠন করে উক্ত তহবিলে ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান;
- **তৈরী পোষাক শিল্পের শ্রমিক/কর্মচারীদের পুন:** প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের জন্য বিশেষ তহবিল গঠন এবং উক্ত তহবিলে ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান।

মাননীয় স্পীকার,

৩৯। আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, বন্ধ চট্টগ্রাম ষ্টীল মিলের ৭৪ একর জমিতে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ১৫০টি শিল্প ইউনিট গড়ে তোলা হবে। এ ছাড়া আদমজী মিল এলাকায় বিসিকের মাধ্যমে শিল্প অঞ্চল গড়ে তোলা হবে। এর ফলে প্রায় ৯ লক্ষাধিক লোকের কর্মসংস্থান হবে।

### কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশেষ ঋণ কর্মসূচি

জনাব স্পীকার,

৪০। **সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহ কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ:** বিভিন্ন সরকারি দপ্তর/সংস্থা এবং এনজিওসমূহ কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের অতিরিক্ত হিসেবে প্রথম বারের মত চলতি অর্থ বছরের অনুন্নয়ন বাজেটে ৩৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এ ছাড়া উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৫২০০ কোটি টাকার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ জাতীয় অনেক কর্মসূচিতে এনজিওসমূহ সম্পৃক্ত রয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমকে আরো সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে আগামী অর্থ বছরে অনুন্নয়ন বাজেট হতে ক্ষুদ্রঋণ তহবিল বাবদ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের অনুকূলে মোট ৩১৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি:

- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অনুকূলে ১২০ কোটি টাকা
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ১০০ কোটি টাকা
- মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ৩০ কোটি টাকা
- যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ২৫ কোটি টাকা
- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ২৫ কোটি টাকা এবং
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য ১৫ কোটি টাকা।

৪১। **পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম:** কয়েকটি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার আর্থিক সহায়তায় এবং সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ২০০৪ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত পিকেএসএফ ২১৬ টি এনজিও-র মাধ্যমে প্রায় ৫০ লক্ষ সুবিধাভোগীর মধ্যে ১৭০০

কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনকে এনজিওদের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২১৯ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪২। **এনজিও ফাউন্ডেশন:** গ্রামাঞ্চলে সামাজিক খাতসমূহের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এনজিওসমূহকে এনজিও ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ৫০ কোটি টাকা অর্থায়নের প্রস্তাব করছি।

৪৩। **অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের জন্য বিশেষ তহবিল:** অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর (Hardcore Poor) মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যারা প্রচলিত পদ্ধতির ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সুবিধা গ্রহণ করতে সক্ষম নন। এ সকল অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে একটি পাইলট কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন আছে। অতি দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থানের জন্য একটি তহবিল গঠন এবং উক্ত তহবিলে ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের প্রস্তাব করছি। সরকারের পক্ষে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন এনজিওদের মাধ্যমে এই তহবিল পরিচালনা করবে।

৪৪। **পল্লী অঞ্চলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে ঋণ সহায়তা তহবিল:** পল্লী অঞ্চলের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকে ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য একটি তহবিল গঠন এবং উক্ত তহবিলে ৫০ কোটি টাকা প্রদানের প্রস্তাব করছি। পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন এনজিওদের মাধ্যমে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।

৪৫। **কৃষিভিত্তিক শিল্পের জন্য সহায়তা:** কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনে সহায়তার জন্য গত অর্থ বছরে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। আগামী অর্থ বছরে এই তহবিলের জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৬। **সমমূলধন উন্নয়ন তহবিল:** কম্পিউটার সফটওয়্যার এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণসহ কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনের জন্য মূলধন যোগানোর নিমিত্ত এই তহবিলের জন্য আগামী অর্থ বছরে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৭। **ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে অর্থায়ন:** ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদেরকে ঋণ সরবরাহ করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মাত্র ৫ শতাংশ সুদে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ২৫০ কোটি টাকার তহবিল যোগান দেয়া হবে।

৪৮। **কর্মসংস্থান ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের মূলধন পুনর্গঠন:** কর্মসংস্থান ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক পল্লী অঞ্চলে ঋণ কর্মসূচি সম্প্রসারণের জন্য ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে মূলধন হিসাবে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৯। আগামী অর্থ বছরের বাজেটে প্রস্তাবিত ব্যবস্থাসমূহের ফলে গ্রামাঞ্চলে ঋণ প্রবাহ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাবে এবং সার্বিকভাবে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

**নারী উন্নয়ন**

মাননীয় স্পীকার,

৫০। বাংলাদেশে এখন আর্থ সামাজিক কর্মকাণ্ডের সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক কোটি বিশ লাখেরও বেশী মহিলা ক্ষুদ্রঋণ সুবিধা ব্যবহারের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছেন। শ্রম বাজারে উল্লেখযোগ্য হারে নারীদের প্রবেশ ঘটছে। আঠার লক্ষাধিক নারী কেবল পোষাক শিল্পে কর্মরত রয়েছেন। রাজনীতিতেও মহিলাদের অংশ গ্রহণ লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ১৪ হাজারের বেশী মহিলা নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। সম্প্রতি আমরা জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য ৪৫টি আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে আইন পাশ করেছি। নারী উন্নয়ন ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

## ভৌত অবকাঠামো

### জ্বালানী ও বিদ্যুৎ

জনাব স্পীকার,

৫১। গ্যাসের বর্ধিত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কয়েকটি কূপ খনন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে এবং আরো কয়েকটি নতুন কূপ খনন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে উৎপাদিত গ্যাস অন্যান্য অঞ্চলে সরবরাহের লক্ষ্যে কয়েকটি নতুন সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে বেসরকারি খাতসহ মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের স্থাপিত ক্ষমতা ৪৭১০ মেগাওয়াট। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বিদ্যুৎ খাতের সমস্যা নিরসনে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে গত দুই বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৭০৫ মেগাওয়াট বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়া ২২১ কিলোমিটার বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন এবং ৩২১০০ কিলোমিটার বিতরণ লাইন বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে সরকারি খাতে ২৬১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষমতার ১৫টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন এবং নির্মাণের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ ছাড়া বেসরকারি খাতে আরো ১৩৯০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। জ্বালানী ও বিদ্যুৎ খাতে আগামী অর্থ বছরের উন্নয়ন বাজেটে মোট ৪৩৫১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এই বরাদ্দ আগামী অর্থ বছরের মোট উন্নয়ন ব্যয়ের ১৯.২ শতাংশ।

### সড়ক ও রেলওয়ে

মাননীয় স্পীকার,

৫২। রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট মিলিয়ে বাংলাদেশ রেলওয়েসহ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে আগামী অর্থ বছরের বাজেটে ৪৪৮০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। বিগত আড়াই বছরে পদ্মা নদীর উপর দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সড়ক সেতু ''লালন শাহ সেতু'' নির্মাণসহ বেশ কয়েকটি বৃহৎ সেতু নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। খুলনায় রূপসা সেতু নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে। পদ্মা সেতু নির্মাণের প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পন্ন করে ২০০৬-০৭ সাল নাগাদ এই সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করা সম্ভব হবে বলে আশা করি। ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নতুন সড়ক নির্মাণ, বিদ্যমান সড়কসমূহের সম্প্রসারণ, উন্নয়ন এবং মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং মিয়ানমার ও থাইল্যান্ডসহ প্রাচ্যের দেশসমূহের সাথে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার করার লক্ষ্যে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ মিয়ানমারের সাথে সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় রেলওয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। পর্যায়ক্রমে রেলওয়ে ট্র্যাক ও সেতুসমূহের পুনর্বাসন, নতুন কোচ সংগ্রহ এবং রেল ষ্টেশনসমূহের রিমডেলিং এর মাধ্যমে আধুনিকায়ন কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে।

### টেলিযোগাযোগ

জনাব স্পীকার,

৫৩। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর টিএন্ডটি'র টেলিফোন সংযোগ সংখ্যা ৫ লক্ষ ৬৪ হাজার থেকে ৮ লক্ষে উন্নীত করা হয়েছে এবং এনডব্লিউডি কল চার্জ ৭২ শতাংশ ও আন্তর্জাতিক কল চার্জ ৪৬ শতাংশ হ্রাস করা হয়েছে। টিএন্ডটি কর্তৃক ১০ লক্ষ মোবাইল ফোন সংযোগ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে ২০০4 সালের শেষ নাগাদ আড়াই লক্ষ মোবাইল ফোনের সংযোগ প্রদান করা হবে। গ্লোবাল ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ের সঙ্গে বাংলাদেশকে যুক্ত করার লক্ষ্যে ২০০5 সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হবে। রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট মিলিয়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে আগামী অর্থ বছরের বাজেটে ১৩৫১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

## আর্থিক খাত ও বেসরকারি বিনিয়োগ

মাননীয় স্পীকার,

৫৪। বিনিয়োগ ব্যয় হ্রাসসহ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বিনিয়োগ-অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি তথা অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃজনে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। সুদের হার যুক্তিসংগত পর্যায়ে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে ব্যাংক রেট শতকরা ৬ ভাগ থেকে কমিয়ে ৫ ভাগে নির্ধারণ করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমেছে। এ সকল পদক্ষেপের ফলে ইতোমধ্যে সুদের হার গড়ে শতকরা ২ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। আশা করি সুদের হারের এ নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত থাকবে।

৫৫। বর্তমান সরকার কর্তৃক বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ইতোমধ্যে ব্যাংকিং সেক্টরে আর্থিক শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। খেলাপী ঋণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের কারিগরি ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংস্কার প্রক্রিয়া বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের কার্যক্রমের মানোন্নয়নের জন্য কারিগরি সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রবাসী বাংলাদেশীদের অবদান অপরিসীম। তাঁদের কষ্টার্জিত অর্থ যাতে সহজে ব্যাংকের মাধ্যমে দেশে প্রেরণ এবং বিনিয়োগে তাঁরা আরো উদ্বুদ্ধ হন সে লক্ষ্যে সরকারের প্রচেষ্টা আরো জোরদার করা হবে।

জনাব স্পীকার,

৫৬। বিগত সরকারের শুরুতেই ধ্বংসপ্রাপ্ত শেয়ার বাজারের পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে আমাদের সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপের ফলে শেয়ার বাজার ক্রমান্বয়ে সজীব হয়ে উঠছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সময়ে ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জের মোট বাজার মূলধন ছিল ৭২২০ কোটি টাকা যা সম্প্রতি প্রায় ১১৯০০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। এই সময়কালে ঢাকা ও চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জের সাধারণ মূল্যসূচক বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৭৬ শতাংশ এবং ৪০ শতাংশ। শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানীসমূহের জন্য কর সুবিধা প্রদান করা হয়েছে এবং এ সকল কোম্পানীর কার্যক্রমে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কোম্পানীর মূল্য-সংবেদনশীল তথ্যাদি তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ এবং কোম্পানীর হিসাব নিরীক্ষার জন্য বিশেষ নিরীক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সেন্ট্রাল ডিপজিটরি পদ্ধতি চালু হয়েছে। এ সকল পদক্ষেপের ফলে শেয়ার বাজার আরো উজ্জীবিত হবে বলে আশা করা যায়।

## জন প্রশাসন, নিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলা

মাননীয় স্পীকার,

৫৭। বিশ্বায়নের ধারায় দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে আমাদের প্রয়োজন নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম, আধুনিক, দক্ষ, সৎ, জনগণের চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল এবং সম্মুখদর্শী (forward looking) একটি প্রশাসন। প্রশাসনিক সংস্কারের অংশ হিসাবে মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মকর্তাদের পদোন্নতির ব্যবস্থা চালু করাসহ আমরা ইতোমধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। কর্মকর্তাগণ যাতে বিশেষায়িত প্রকৃতির কাজের মাধ্যমে পেশাদারিত্ব অর্জন করে অধিকতর দক্ষতার সাথে জনগণকে সেবা প্রদান করতে পারেন সে লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে চারটি গুচ্ছে ভাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। অতি প্রয়োজনীয় শূন্য পদসমূহ পূরণের উদ্দেশ্যে আগামী অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে ২০০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে।

জনাব স্পীকার,

৫৮। আমাদের অন্যতম নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে সকল শ্রেণীর সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের বেতন-ভাতা পুন:নির্ধারণ করার লক্ষ্যে আগামী অর্থ বছরের শুরুতে একটি **বেতন কমিশন** গঠন করা হবে। বেতন কমিশনের সুপারিশ পর্যালোচনা করে ২০০৫ সালের জানুয়ারি মাসে নতুন বেতন স্কেল কার্যকর করার প্রস্তাব করছি। সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের চিকিৎসা ভাতা বর্তমানে অপ্রতুল। অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে

সকল পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের চিকিৎসা ভাতা এ বছরের জুলাই মাস হতে মাসিক ৩০০ টাকা থেকে ৪০০ টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার,

৫৯। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ যাতে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করতে পারেন সেজন্য ২০০৪-০৫ অর্থ বছর থেকে তাঁদেরকে এক মাসের নীট পেনশনের সমপরিমাণ অর্থ উৎসব ভাতা হিসাবে প্রদানের প্রস্তাব করছি। এটা আমাদের জোট সরকারের আরেকটি ব্যতিক্রমধর্মী পদক্ষেপ।

জনাব স্পীকার,

৬০। পুলিশ বাহিনীকে শক্তিশালী এবং আরো কার্যকর করার লক্ষ্যে পুলিশ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন করা হচ্ছে। পুনর্গঠিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী উক্ত বাহিনীর জনবল এবং সরঞ্জামাদি বৃদ্ধি করা হবে। বিভিন্ন শ্রেণীর প্রায় ৫৫০০ জনবল সম্বলিত 'র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন' গঠন করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ রাইফেলস, আনসার বাহিনী এবং বাংলাদেশ কোষ্ট গার্ডের জনবল এবং সরঞ্জামাদি উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন মিলিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় খাতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ চলতি অর্থ বছরের মূল বাজেট হতে প্রায় ৪৭৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি করে মোট ২৩৬৭ কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। এর মধ্যে কেবল পুলিশ বাহিনীর জন্য চলতি অর্থ বছরের তুলনায় আগামী অর্থ বছরে ৩০৬ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি পাবে।

মাননীয় স্পীকার,

৬১। দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষা, দুর্যোগ মোকাবেলা এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ৪৪১৬ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সৈন্য প্রেরণ বাবদ সম্ভাব্য প্রাপ্তি ৫৪৬ কোটি টাকা বাদ দিয়ে আগামী অর্থ বছরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীট ব্যয় দাঁড়াবে ৩৮৭০ কোটি টাকা।

জনাব স্পীকার,

৬২। বিচার ব্যবস্থায় দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার করার লক্ষ্যে দ্রুত বিচার আইন কার্যকর করাসহ বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (Alternative Dispute Resolution) পদ্ধতি প্রচলন করা হয়েছে। স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আগামী অর্থ বছরের বাজেটে আপাতত: ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার,

৬৩। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট প্রণয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আমাকে যে মূল্যবান দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন সে জন্য আমি তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাজেট প্রণয়নের প্রাক্কালে মন্ত্রিসভার সম্মানিত সহকর্মিবৃন্দ, মাননীয় সংসদ সদস্যগণ, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ী সংগঠন, সুশীল সমাজ, সাংবাদিক এবং এনজিও প্রতিনিধিসহ যেসকল ব্যক্তি মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাকে সহায়তা এবং অনুপ্রাণিত করেছেন তাঁদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জনাব স্পীকার,

৬৪। বাংলাদেশের মানুষের রয়েছে অসাধারণ কর্মোদ্যম, আত্মপ্রত্যয় ও দুর্বার সাহস। সুযোগ পেলে তাঁরা নিজেদের ভাগ্য গড়তে বিরল কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে পারে। আসুন দলমত নির্বিশেষে আমরা সম্মিলিতভাবে জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের সেই সুযোগ সৃষ্টি করি। গড়ে তুলি দারিদ্রমুক্ত, সুখী, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।